দামুড়হুদায় টিসিবির চালে পোকা থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সরবরাহ করা চালের মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপকারভোগীরা।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) উপজেলার সীমান্তবর্তী কুড়ালগাছি ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণের সময় বেশ কয়েকজন কার্ডধারী

অভিযোগ করেন, তাদের দেওয়া চাল নিম্নমানের এবং চালের ভেতরে ছোট ছোট পোকা পাওয়া যাচ্ছে। এতে চালটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন তারা।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা জানান, স্বল্পমূল্যে চাল পাওয়ার আশায় তারা টিসিবির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেওয়া চাল ধোয়ার সময়ই পোকা ভেসে ওঠে, যা খাওয়ার উপযোগী নয়। তারা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

এ বিষয়ে কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন বলেন, “টিসিবির পণ্য বিতরণের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই, বিষয়টি ডিলার দেখভাল করেন।”

নিম্নমানের চালের বিষয়ে ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবাইদুর রহমান সাহেল জানান, “সরকারি খাদ্য গুদামের চাল পোকাযুক্ত হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে বিদেশে পাঠানো নিয়ে দ্বন্দ্বে তিন নারীকে পিটিয়ে আহতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামে বিদেশে পাঠানোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে এক বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে অনিকুল ইসলাম ও তার ছেলে ইমনের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন সাবিনা বেগম (৭০), সাকের আলীর স্ত্রী হিরা খাতুন (৪৫) এবং আবির হাসানের স্ত্রী রুম্পা খাতুন (২২)। তারা সবাই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতদের অভিযোগ, বাথানপাড়ার অনিকুল ইসলামের ছেলে ইমনকে বিদেশে পাঠানোর জন্য সাকের আলীর জামাই, সিঙ্গাপুর প্রবাসী আরেফিন হোসেনের কাছে ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পরে ইমনকে বিদেশে পাঠানো সম্ভব না হওয়ায় স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে ২ লাখ টাকা কমিয়ে ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই টাকা অনিকুল ও ইমন বুঝে নেন।

তবে মীমাংসার পরও অনিকুল ও তার ছেলে ইমন আরেফিন হোসেনকে খুঁজতে থাকেন। তাকে না পেয়ে তারা আরেফিনের বৃদ্ধা নানী-শাশুড়ি সাবিনা বেগম, শাশুড়ি হিরা খাতুন এবং শ্যালকের স্ত্রী রুম্পা খাতুনকে লাঠি দিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় গাংনী থানায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ করে প্রণোদনা পেলো গ্রাহক

বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করায় ঝিনাইদহে সেই বিএম অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযোগ করায় ভুক্তভোগী গ্রাহক জরিমানার ২৫ শতাংশ টাকা প্রণোদনা পেয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে এ জরিমানা করেন, জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের।

জানা যায়, গত ২ এপ্রিল ভোক্তা পর্যায়ে অটোগ্যাসের দাম লিটার প্রতি ১৭ টাকা ৯৪ পয়সা বাড়িয়ে ৭৯ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই নতুন দাম কার্যকরের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করে সদর উপজেলার বিশমাইল এলাকার বিএম অটোগ্যাস স্টেশন।

এ ঘটনায় ৫ এপ্রিল সোহাগ নামের এক গ্রাহক জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে সেই অভিযোগের শুনানি করা হয়। সেখানে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত বিএম অটোগ্যাস স্টেশনের ম্যানেজার নাসির উদ্দিনের বক্তব্য নেওয়া হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় বিএম অটোগ্যাস স্টেশনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই জরিমানার ২৫ শতাংশ ১২৫০ টাকা দেওয়া হয় গ্রাহককে।

অভিযোগকারী ব্যক্তি সোহাগ বলেন, আমার কাছ থেকে ২ হাজার টাকার গ্যাসে ৪৫০ টাকা বেশি নিয়েছিল। সেই প্রমাণ থাকায় আমি অভিযোগ করে পুরস্কার হিসেবে ১২৫০ টাকা পেয়েছি। ধন্যবাদ জানায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

এ ব্যাপারে জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, অনিয়ম করায় বিএম অটোগ্যাসের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তীতে যেন এই ধরনের কাজ তারা না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

মুজিবনগরে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সুফিয়া খাতুন
(৬০) নামে এক গৃহবধূকে হত্যা করে ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দিতে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেল তিনটার দিকে উপজেলার টুঙ্গি গোপালপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সুফিয়া খাতুন ওই গ্রামের খেদের আলীর স্ত্রী।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সুফিয়া খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং মরদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা হত্যার ইঙ্গিত বহন করে।

নিহতের স্বামী খেদের আলী বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে তার আপন ভাই আখের আলীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। গত ৫ এপ্রিল প্রতিপক্ষরা দলবল নিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। সেই বিরোধের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

তিনি আরও জানান, দুপুরে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তার স্ত্রী ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে এবং শরীর রক্তাক্ত।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একটি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে বোর্ডিংয়ে থাকা এক ছাত্রকে বলাৎকারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক নুর উদ্দিন (২৫)-কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা সাহিদুর রহমান তার ১১ বছর বয়সী ছেলে জুবায়েরকে মুজিবনগর বাজার আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজখানার বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াশোনা করাচ্ছিলেন। ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় এক সহপাঠীর অভিভাবকের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, মাদ্রাসার আরবি শিক্ষক নুর উদ্দিন তার ছেলেকে বিভিন্ন সময়ে গভীর রাতে কক্ষে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার বলাৎকার করেছে।

খবর পেয়ে ভুক্তভোগীর বাবা দ্রুত মাদ্রাসায় এসে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা লক্ষ্য করেন। পরে ছেলের সাথে কথা বলে তিনি ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন।

স্থানীয়দের মধ্যেও এ নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও কয়েকজন ছাত্রের সাথে একই ধরনের ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বলে আলোচনা হতে থাকে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ক্ষুব্ধ জনতা মাদ্রাসা ঘেরাও করে। এ সময় খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে।

ঘটনার বিষয়ে ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের অবহেলায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের অবহেলায় আসমা হক নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত নজরদারি পেলে ওই প্রসূতির প্রাণ বাঁচানো সম্ভব ছিল।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে জেলা শহরের শামীমা ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ৪ এপ্রিল প্রসবব্যথা নিয়ে শামীমা ক্লিনিকে ভর্তি হন আসমা। পরে সেখানে তার সিজার করা হয়। সিজারের পর নবজাতক সুস্থ থাকলেও আসমার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এর মধ্যেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ছাড়পত্র দিয়ে দেয়।

স্বজনরা বুধবার দুপুরে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে আবারও রাতে শামীমা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আসমার চাচা আমির হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ভর্তি করার পর দীর্ঘ সময় চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। যে ডাক্তারের সিজার করার কথা ছিল, তিনি সিজার করেননি। আমার ভাতিজিকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এরপর সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে আসি। সে সময় দায়িত্বরত নার্স ও চিকিৎসকরা কোনো ব্যবস্থা নেননি। এতে রোগীর অবস্থার অবনতি হলেও দ্রুত কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হয়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ওই ক্লিনিকের মালিক ডা. শামীমা বলেন, “হৃদরোগে

আক্রান্ত হয়ে ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো দায় নেই।”

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. কামরুজ্জামান বলেন, “প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পরে বলতে পারবো।”

অভিযোগ উঠেছে, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদাসীনতায় একের পর এক প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক-হাসপাতালের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারির দাবি জানিয়েছেন জেলার সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় জমি বিরোধে চাচাকে কুপিয়ে জখম, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মাঝেরপাড়ায় জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে চাচাকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে ভাইপোর বিরুদ্ধে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত জগন্নাথ বসু (৫৭), মৃত দূর্গাচরণ বসুর ছেলে, বাদী হয়ে তার ভাই ও দুই ভাইপোসহ ৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ৩/৪ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন।

লিখিত এজাহার সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের বিশ্বনাথ বসু ও জগন্নাথ বসুর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে জগন্নাথ বসু তার বসতবাড়ির পেছনের জমিতে ইটের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন। এ সময় আসামিরা ধারালো দা, লোহার শাবল ও বাঁশের লাঠি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে সেখানে উপস্থিত হয়ে হামলা চালায়।

অভিযোগে বলা হয়, বিশ্বনাথ বসুর নির্দেশে তার ছেলে তীর্থ বসু

ধারালো দা দিয়ে জগন্নাথ বসুর মাথায় কোপ দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। এ সময় অন্য আসামিরাও তাকে এলোপাতাড়ি মারধর করে।

স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে জগন্নাথ বসুর স্ত্রী স্মৃতি বসুকেও মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া হামলার সময় আসামিরা নগদ ৩৮ হাজার টাকা ও এক ভরি ওজনের স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

আহত জগন্নাথ বসুকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় লিখিত এজাহার পাওয়া গেছে। মামলা রেকর্ডের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদায় পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ায় পরিবারে হামলা, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে শিপলু আলীর কাছ থেকে প্রায় দুই মাস আগে পারিবারিক সমস্যার কথা বলে ২৩ হাজার টাকা ধার নেয় প্রতিবেশী শিহাব (২২)। পরে শিপলু আলী টাকা ফেরত চাইলে শিহাব নানা টালবাহানা করতে থাকে।

শিপলু আলী জানান, পাওনা টাকার জেরে গত ৩ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে অভিযুক্ত শিহাব, মৃত আজিবার মণ্ডলের ছেলে আকরাম
(৫৫) ও কামাল (৫০) এবং জিগার মণ্ডলের ছেলে জিয়া (৪০) পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে আসে। জিয়া তাকে ডাকলে তিনি বাইরে বের হলে অভিযুক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ধারালো দা দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় কোপ দিতে চেষ্টা করে। তিনি হাত দিয়ে প্রতিহত করলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দা পড়ে যায়।

এ সময় তার মা, বাবা ও স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। এতে তার মায়ের হাত ভেঙে যায়, পায়ে কোপ লাগে এবং স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয়। হামলাকারীরা পাওনা টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শিপলুর বাবা ইউনুস আলী জানান, তারা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ ঘটনায় শিপলু আলী বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক স্কুলছাত্রীকে বাড়ি ফেরার পথে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এবং তা প্রদর্শন করে অভিযুক্তরা এলাকায় ‘উল্লাস’ করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার মহেশপুর থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেছে।

এজাহার ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় ওই স্কুলছাত্রী পাশের বাড়ি থেকে নিজের বাসায় ফিরছিল। পথিমধ্যে সামন্তা বাগদিরাইট গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে শাওন ও হযরত আলী তার মুখ চেপে ধরে পাশের একটি ঘাসক্ষেতে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে আরও দুজন যোগ দেয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, একই গ্রামের হাফেজুল ইসলামের ছেলে হযরত আলী, তরিকুল ইসলামের ছেলে শাওন এবং দিনুর ছেলে নয়ন পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় ফরিদ হোসেনের ছেলে আমিন ওই ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে রাখে যাতে সে চিৎকার করতে না পারে।
এ ঘটনায় শাওন ও আমিন মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে। ধর্ষণের পর তারা ভিকটিমকে হত্যার হুমকি দেয় এবং ঘটনাটি জানাজানি হলে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

ভুক্তভোগী ওই স্কুলছাত্রী অশ্রুশিক্ত কণ্ঠে বলে, “ওরা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করেছে। আমার পরিবারকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল, তাই ভয়ে কিছু বলিনি। কিন্তু ওরা নিজেরা সেই ভিডিও মানুষকে দেখিয়ে আনন্দ করছে। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।”
মামলার বাদী ফাতেমা খাতুন বলেন, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের ভয়ে আমরা প্রথমে চুপ থাকলেও অভিযুক্তরা ভিডিওটি লোকজনকে দেখায়। তখন বিষয়টি আমাদের নজরে আসে।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে ইতোমধ্যে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।”

আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার

বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।